দৈনিক ইনকিলাব

010

তারিখ 18 MAR 1988 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 3 ... ...

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ শুক্রবার, ৪ চৈত্র, ১৩৯৪

এসএসসি পরীক্ষা শুরু

দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনেএসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে।এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় উক্ত ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট ৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে বলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, দেশের প্রত্যন্ত এলাকার বহু পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপকহারে গণ-টোকাটুকির অতীত ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে এ বছর প্রতি উপজেলা সদরে একটি মাত্র কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণ ও সকল উপকেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এছাড়াও এক উপজেলার কোন বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের অন্য উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন মহলের চাপের মুখে না-কি কর্তৃপক্ষ আরোপির্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা শিথিল করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখ করা যায় যে, এ বছর বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল ও কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্থানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। পাবনা থেকে আমাদের সংবাদদাতার খবরে জানা যায় যে, পরীক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তরের প্রতিবাদে এবং পরীক্ষা কেন্দ্র পূর্ব স্থানে বহাল রাখার দাবীতে গত সোমবার পাবনা জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করতে যায়। এ সময় জেলা প্রশাসক না-কি উত্তেজিত হয়ে ছাত্রদের দৈহিক নির্যাতন করেন। এ ঘটনার জের হিসাবে পরদিন ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ চলাকালে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে প্রায় ৫০ ব্যক্তি আহত হয় এবং পাবনা শহর একপ্রকার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

রেলওয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে বাসস জানিয়েছে, পাহাড়তলী পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার ছাত্ররা পাহাড়তলী রেলওয়ে স্টেশন অবরোধ করে এবং কর্মচারীদের প্রহার, স্টেশনের আসবাবপত্র ভাংচুর ও টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে চট্টগ্রাম থেকে দেশের অন্যান্য স্থানের মধ্যে ট্রেন চলাচল প্রায় চার ঘন্টা বন্ধ থাকে।

পরীক্ষা শুরুর ঠিক পূর্বক্ষণে এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা সত্যি দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত। তবে পাবনা জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য হলে এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। এ ধরনের ঘটনা এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তবে পাহাড়তলী স্টেশনের ঘটনাটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। পরীক্ষা কেন্দ্রের সাথে স্টেশনের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ ছাত্ররা স্টেশন অবরোধ করে কর্মচারীদের প্রহার ও আসবাবপত্র ভাংচুর করে রেলের আর্থিক ক্ষতি করেছে। শুধু তা-ই নয় ট্রেন চলাচলেও বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ফলে ট্রেনযাত্রীরা হয়েছে হয়রানির শিকার। ছাত্র সমাজের কাছ থেকে এ ধরনের গর্হিত কাজ দেশবাসী আশা করে না। অবশ্য ছাত্র সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়ার প্রতি দেশবাসী দিয়ে থাকে অকুন্ঠ সমর্থন। কিন্তু এ ধরনের অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ডে শুধু ছাত্র সমাজকেই নিন্দা কুড়াতে হবে। অবশ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া পেশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। তাদের কাছে না গিয়ে এভাবে জাতীয় সম্পদ বিনষ্টের এরূপ মন-মানসিকতা নিশ্চয়ই সুস্থতার পরিচায়ক নয়।

যা হোক, সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষা শুরু সংশ্লিষ্ট হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য যে সকল কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করেছিলেন, তা অবস্থার চাপে না-কি শিথিল করেছেন। অতঃপর পূর্ব ব্যবস্থাধীনেই এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যায়।যারা প্রকৃত অর্থেই শিক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক, তারা যে কোন স্থানে, যত কড়াকড়ির মাধ্যমে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক না কেন, স্বীয় মেধার পরীক্ষা দিতে কুণ্ঠিত নয়। এই শ্রেণীর ছাত্ররা পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল বা পরীক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তর হল কি-না তা ভেবে দেখে না। তারা পরীক্ষার জন্যই প্রস্তুত থাকে। কিন্তু যারা সস্তায় সার্টিফিকেট লাভই মোক্ষম মনে করে তারাই গণ-টোকাটুকির সুযোগ লাভের জন্য কর্তৃপক্ষীয় ব্যবস্থা বানচাল করার লক্ষ্যে অবাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে সাধারণ ছাত্ররাও অযথা হয়রানির শিকার হয়। এ অবস্থা কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। এ জন্য শিক্ষক ও অভিভাবক মহলকেও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে পরীক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মান ও ছাত্র সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই থেকে যাবে। আমরা আশা করবো, চলতি এসএসসি পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক মহল নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন।